মা দুর্গাকে নিয়ে এবার হচ্ছেটা কী!

যে অষ্ট্রেলিয়াকে মাত্র দুদশক আগেও পাঠ্যপুস্তকের পাতায় ক্যাঙারু ও প্লাটিপাসের দেশ হিসেবে বাংলাদেশীরা জানতো সেই অষ্ট্রেলিয়া এখন বাংলাদেশের একটি অতি ঘনিষ্ঠ দেশ। কানে আওয়াজ আসছে যে অষ্ট্রেলীয় সরকার এখন দুদেশের মাঝে সরাসরি বায়ুযান ব্যাবস্থা চালু করে সেই ঘনিষ্ঠতাকে নাকি আরো প্রগাঢ় করতে চাইছেন। সেদিন অবশ্য বেশীদুরে নেই যখন সিডনী থেকে একঘুমে অথবা এক বসায় বায়ুযানে ঢাকায় গিয়ে অবতরণ করা যাবে। পৃথিবীর দুপ্রান্তের দুটি দেশ ও জাতিকে যখন নিকট থেকে আরো নিকটতর করার প্রানান্তকর এত চেষ্টা ও পরিকল্পনা চলছে তখন প্রবাসে স্বজাতি ও স্বগোত্রিয় ভ্রাতারা আন্তঃকোন্দলে জড়িয়ে পরস্পরে দুর থেকে দুরান্তে চলে যাচ্ছেন। কোথায় এবং কখোন এর অবসান হবে কেউ জানে না।

সিডনীতে আজকাল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠনের অভাব নেই। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশীদের জনসংখ্যাও বাড়ছে এখানে দিনে দিনে। ব্যাঙের ছাতার মত হামেশা নামসর্বস্ব জন্ম নিচ্ছে বহু সংগঠন। কোন ঘরোয়া অনুষ্ঠান, মিলনমেলা বা সমাবেশে গেলেই দেখতে পাবেন ঘন জেলমাখা চুলে সিঁথি কাটা, প্যাডিস মার্কেট থেকে কেনা সস্তা অথচ ঝকমারী স্যুটের সাথে গরুর দড়ির মত কণ্ঠনালীতে ঠাঁসা একগাছি টাই ঝুলিয়ে ধোপদুরুস্ত কোন 'বঙ্গভ্রাতা' অযাচিতভাবে 'বিয়ের কার্ডে'র মত আপনার হাতে একটুকরো শক্ত কাগজ ধরিয়ে দিয়েছে। জামাই আদরে যেন আপনাকে হাতজোড় করে তিনি নেমন্তনপত্র দিলেন। দৃষ্টিগত সমস্যা থাকলে তবে চশমাটি খুলে নিন, চোখ কপালে ঠুঁকে দু আঙ্গুল সাইজের সেই শক্ত চিরকুটটিকে দুহাত দুরে সরিয়ে নিয়ে দেখুন হতভাগা 'বঙ্গভ্রাতা'টি ঐ চিরকুটে [বিজনেস কার্ড] নিজেকে নানাপদবীতে ভুষিত করে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন। অনেকে বিরক্ত চেপে দায়সারা ভাবে আলাপের সমাপ্তি টানেন এবং দৃষ্টির আড়াল হলেই চট করে ঐ চিরকুটটি নিকটস্থ কোন আবর্জনা-থলিতে নিক্ষেপ করে মনে মনে গর্জান আর বলেন, " - লা ভাড়ুয়া, ঘরে 'পতি' হওয়ার মুরদ নাই বাইরে এসে হয়েছে 'সভা-পতি'! কথা বলতে লালা ঝরিয়ে জামা ভেজায় সারাদিন, মিন্টো আবাসিক এলাকাকে মিন্টু, ডালীচ এলাকাকে ডাল-উইচ, জনি নামের ব্যক্তিকে 'যোনি' নামে ডাকে অথবা দর্শন শব্দকে যে প্রতিনিয়ত ধর্ষন বলে উচ্চারণ করে সে কিনা হয়েছে ওমুক সংগঠনের সভাপতি!!" তবুও সিডনীতে বাংলাদেশী সংগঠন ও নেতার জন্ম হওয়া বন্ধ হয় না, চলছে, চ-ল-বে। এক সংগঠন ভেঙ্গে দুই আবার সেই বিপরীতমুখী দুইয়ের মিলনে তৃতীয় আরেকটিরও জন্ম হয়েছে এই সিডনীতে। প্রায় সবধরনের নামের সংগঠন হয়েছে অষ্ট্রেলিয়াতে, এখন বাকি আছে 'বাংলাদেশ হিজড়া পরিষদ' অথবা 'নিখীল বঙ্গ বিধবা ও মুর্দা সৎকার এসোসিয়েশন' অথবা 'জয় মা-তারা সিঙ্গেল-মাদার সোসাইটি' নাম নিয়ে নুতন কোন সংগঠন হওয়া। বাংলাদেশী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্ঠান সকলের মাঝে ইশ্বর, আল্লাহ, ভগবান নিয়ে মতভেদ থাকলেও মন মানসিকতায় ওরা সকলে অভিন্ন। ওদের মাঝেই বিরাজ করছে মীর জাফর, মীর মদন, উঁমি চাঁদ ও ক্লাইভের প্রেতাত্মা। আর তাই দুর্ভাগা প্রবাসী বঙ্গভ্রাতারা আন্তঃকলহে জড়িয়ে বাংলাদেশকে প্রবাসে প্রতিনিয়ত নাঙ্গা করছে এবং শেষাব্দি দেড় ইঞ্চি সাইজের ছেঁড়া নেঙটি পরিয়ে জাতীকে বর্হিবিশ্বে উপস্থাপন করা ওদের বাকি আছে। ওরা বসে থাকেনা, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" কবিগুরুর আর্তনাদটি শোনার সাথে সাথে শ্রেনীকক্ষে শিক্ষক প্রবেশক্ষনের ন্যায় মাথা নুয়ে ওরা চট করে দাঁড়িয়ে যায়। সম্মান করে দাঁড়ায় নাকি বিবস্ত্র ও ধর্ষিতা দেশমাতার কথা মনে করে লজ্জায় ওরা মাথানত হয়ে দাঁড়ায় তা বুঝা যায় না। ওরা দাঁড়ায়, ওদের 'আসল'টা না দাঁড়াক, তাতে কি! 'পতি' হতে না পারলেও 'সভা-পতি' হতেই হবে, এযেন সকলের সুপ্ত মনের গুপ্ত আরাধনা।

ইশ্বরের বাণীকে প্রমানিত করতে বিচিত্র এ জাতীর অনেক প্রবাসী হাভাতে, স্বল্পশিক্ষিত, নোংরা ও দাঙ্গাবাজ প্রকৃতির লোক কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতা হয়েছে। [অনেকে আদর করে এ শ্রেণীর নেতাদেরকে ফকিরনির ছেলে বলে ডাকে]। পরেমশ্বর বলেছেন, 'যে কমিউনিটি যেমন, সেই কমিউনিটিকে আমি সেরকম নেতা দিয়ে থাকি।' উক্ত বাক্যটি দেশ ও প্রবাসে হতভাগা বাংলাদেশের জন্যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে এবং হচ্ছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পুজা ও কালচার [বি.এস.পি.সি] নামক বাংলাদেশী সংগঠনটি প্রবাসে বাংলাদেশীদের একটি গর্ব ছিল। মূলত ধর্মীয় ভিত্তিক সংগঠন হলেও এর উদারতা ও সার্বজনীন কর্মকান্ড ইতিমধ্যে সকলের মাঝে একটি গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্ঠি করেছিল। বি.এস.পি.সি সর্বদা কঠোরভাবে তাদের সংবিধান পালন করে তাদের সংগঠন পরিচালনা করেছিলেন। সিডনীতে একটি জোর কথা চালু ছিল যে অষ্ট্রেলিয়াতে অনেক সংগঠনের জন্ম হয়েছে, ভেঙ্গেছে, ব্রেকেটের পর ব্রেকেট লাগিয়ে সংগঠনগুলো বন্দি হলেও উক্ত বি.এস.পি.সি কোনদিন ব্রেকেটের কাছে হার মানবেনা। কিন্তু শেষাব্দি তাও ভুল হলো, বি.এস.পি.সিতেও সুনামীর ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে। ওরা ভেঙে খান্ খান্ হয়েছে। মা'য়ের আগমনের আগেই সন্তানরা 'যুদা' হয়ে গেছে। 'ঐ-ধারা'র ভাষ্যানুযায়ী জানা যায় যে প্রয়োজনের তাগিদে তারা চলতি বছরের নির্বাচিত স্টিয়ারীং কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনা করে পরবর্তি নির্বাচন অবদি শ্রী নির্মল পাল ও শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্য এর কাছে তিনমাসের জন্যে বি.এস.পি.সিকে দত্তক দিয়েছেন। অবৈধ এই দত্তকের বিরোধীতা করে 'এই-ধারা'র নির্বাচিত কর্মকর্তারা বলছেন 'একজন সুস্থ, সামর্থ ও দুগ্ধবতী মা'য়ের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার কারো নেই। নিয়ম নীতির বাইরে কোন কিছু চলতে পারে না। গুরুজন অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র, তবে দেবতা সেজে অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলি কামনা করলে তা হবে বাড়াবাড়ি।' পুর্বঘোষনানুযায়ী গ্রানভীল টাউন হলে এবার মা'য়ের আসন বসবে, আনন্দ হবে মাকে ঘিরে, স্বপ্ন ছিল অ-নে-ক। কিন্তু তা আর হলো না। মা আসছে, কার ঘরে মা'য়ের আসন বসবে তা নিয়েও দু সন্তানের মাঝে বাৎ চিৎ হয়েছে অনেক। সংগঠনটিকে এখনো ব্রেকেট বন্দী না করলেও দুপক্ষই নিজেদেরকে আদি সংগঠন বলে দাবী করছে এবং সে দাবীতে পারামাট্টা কাউন্সিলের কাছে পুজার জন্যে টাউন হলটি পেতে অনেক তদবীর করেছেন। কিন্তু শেষাব্দি একপক্ষ গ্রানভীল টাউন হলটি পেলেও অন্যপক্ষ অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে সাংবিধানিকভাবে এখনো নিবার্চিত ও দায়ীত্ব প্রাপ্ত মনে করেন তারা বসে নেই। তারা মা'য়ের আসন পাতবেন এ্যাশফীল্ড এলাকার 'পলিশ ক্লাব' হলে। দুপক্ষই একই দিনে এবং একই সময়ে অর্থাৎ সোমবার ৬ অক্টোবর তাদের শারদীয় উৎসব পালন করবেন। গ্রানভীল টাউন হলের বি.এস.পি.সি কোলকাতা থেকে প্রায় সাড়ে ছ হাজার ডলার খরচ করে ডি.এইচ.এল এর মাধ্যমে দুর্গা'র প্রতিমা উড়িয়ে এনেছেন। পলিশ ক্লাবের বি.এস.পি.সি পক্ষও কম যায়নি, তারাও ভক্তদের জন্যে এবার সিডনীতে সবচেয়ে বড় প্রতিমা পরিবেশন করছেন। গ্রানভীল টাউন হলের চেয়েও আরো সুন্দর ও আলোকময় করে পলিশ ক্লাবে মা'য়ের পুজো হবে। কিন্তু নিরপেক্ষ ও নিরীহ ভক্তরা বলছেন প্রতিমার আকৃতি বড় কথা নয় বরং কার মন কত বড় সেটাই এবার দেখার বিষয়। [পুজা শেষে দুপক্ষের পুজানুষ্ঠান ও বি.এস.পি.সি'র সাংগঠনিক জটিলতা বিষয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন দেখুন]

- - - - - - প্রধান সম্পাদক, কর্ণফুলী